"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন সুখ-শান্তির মনোকামনা পূর্ণ করতে, তোমরা যদি শান্তি পেতে চাও তাহলে এই অর্গ্যান্স দ্বারা ডিটাচ্ হয়ে যাও, নিজের স্বধর্মে স্থিত থাকো"

*প্রশ্নঃ - পূজ্য হওয়ার পুরুষার্থ কী? তোমাদের পূজা কেন হয়?

*উত্তরঃ - পূজ্য হওয়ার জন্য বিশ্বকে পাবন বানানোর সেবায় সহযোগী হও। যে জীবাত্মারা বাবার সহযোগী হয়, বাবার সাথে তাদেরও পূজা হয়। বাচ্চারা তোমাদের, শিববাবার সাথে শালগ্রাম রূপেও পূজা হয়, আবার সাকারে লক্ষ্মী-নারায়ণ বা দেবী-দেবতা রূপেও পূজা হয়। তোমরা পূজারী আর পূজ্য রূপের রহস্যকেও বুঝে গেছো।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি। মাতাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানানোর জন্য অবশ্যই পিতাই আসেন। মহিমা তো এক বাবারই গাওয়া হয়ে থাকে। সকলের সদ্গতি দাতা হলেন এক। স্মরণও এক বাবাকেই করতে হবে। বাচ্চারা, এটা তো হল তোমাদেরই মহিমা। তোমরা জানো যে আমাদেরকে দূর্ভাগ্যশালী থেকে সৌভাগ্যশালী বানাচ্ছেন এক বাবা। ভারত সৌভাগ্যশালী ছিল পুনরায় ১০০ শতাংশ দূর্ভাগ্যশালী হয়ে গেছে। ভারতের উপরেই সব কাহিনী আছে। এই মাতাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানাচ্ছেন এক বাবা, যাঁকে তোমরা বাচ্চারা জানো। তাঁর সাথে তোমাদের যোগ আছে। তোমরা জানো যে এসব হল তাঁর রচনা। অন্য কোনও মানুষ এই রচনা আর রচয়িতাকে জানে না। এই চিত্র ইত্যাদি কে বানিয়েছেন? তোমরা বলবে - শিববাবা। কার দ্বারা? তখনও বলবে মাতা বা সাকার পিতার দ্বারা। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ আছে। সৃষ্টি কতো বড়! ভাস্কোদাগামা সমগ্র ধরিত্রীকে চক্র লাগিয়েছিল, পিছনে সাগরই সাগর, আকাশই আকাশ, আর কিছু নেই। এইসব তোমরা স্কুলেও পড়েছো। বাবা পুনরায় সমস্ত কথা নাটশেলে (সংক্ষেপে) বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা স্পষ্টতঃই জানো যে ভারতে ৫ হাজার বছর পূর্বে সত্যযুগ ছিল। সত্যযুগে কেবলমাত্র ভারত ছিল। ভারতের মধ্যে কতো অল্প সংখ্যক দেবী-দেবতা ছিলেন। এখন তোমরা বলবে যে আমরা সূর্য বংশী রাজা-রাণী ছিলাম। যমুনার কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল, এইরকম গাওয়া হয়ে থাকে। দিল্লীকেই পরিস্তান বলা হয়ে থাকে। প্রথমদিকে অবশ্যই কোনও রাজধানী ছিল। তোমরা বলবে, আমরা সূর্য বংশী রাজধানীতে ছিলাম। পরবর্তীকালে আলাদা আলাদা হয়ে যায়। তো বাস্তবে প্রভাব সেখানেই হবে, যেখানে রাজ্য করতে। ভারতের অনেক প্রভাব আছে। এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে টপটপ করে পড়তে থাকা চাই। ধারণ করতে হয়।

শিববাবাকেই আবার সোমনাথ, জ্ঞানের সাগর বলা হয়। সোমনাথ নামটি পূজারীরা রেখেছে। আসল নাম হল শিববাবা। শিব কাকে বলা হয়। আত্মাদের বাবাকে। আত্মা তো হল বিন্দু। গাওয়া হয় পরমপিতা পরমাত্মা, সুপ্রীম সোল। সোল অর্থাৎ আত্মা। আত্মা আকারে বড় কিংবা ছোটো হয় না। বাবা বলছেন - আমি যখন এনার মধ্যে প্রবেশ করি তখন কেউ বুঝতেই পারে না। কিন্তু এটা বুঝতে পারে যে ভ্রূকুটির মাঝে একটা ছোটো স্টার আছে। তাকে বলা হয় মস্তকমণি, মস্তকে মণি আছে। মণি আত্মাকে বলা হয়। বলে যে সাপের মাথাতেও মণি থাকে। এই সব কথা বাস্তবে এই সময়কার। আত্মা রূপী মণি বাস্তবে ঝলমল করতে থাকে। এই মণি ভ্রূকুটির মাঝে থাকে। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদেরকে প্রতিদিন নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন। মুখ্যতঃ এটা বুঝতে হবে যে - আমি হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। বাবা বলেন - আমিও আত্মা, আমাকে পরম আত্মা বলে থাকো, আমি জন্ম-মৃত্যু থেকে বিরত থাকি। আমি আসি অবশ্যই। নিরাকারের মন্দির তৈরী হয়ে আছে। আগে এই জ্ঞান ছিল না। অবশ্যই নিরাকার এসে কিছু করেছেন। নিরাকার আসেন ফ্যামিলীতে। লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মাও আসে। তাদেরও শরীর সহ দেখানো হয়। লিঙ্গ রূপে এক শিববাবাকেই দেখানো হয়। শিবের মন্দিরে শিবলিঙ্গের সাথে আবার শালগ্রামও থাকে। এমন নয় যে শ্রীকৃষ্ণের বা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরেও শালগ্রাম থাকে। এথেকেই প্রমাণিত হয় যে এক বাবার এই সব হল বাচ্চা। আত্মারও পূজা হয়, আবার দেবতাদেরও পূজা হয়। রুদ্র যজ্ঞ বলা হয়। বাবা, জীবাত্মাদের দ্বারা এই যজ্ঞ রচনা করেছেন। যেরকম বাবার পূজা হয়, তেমনি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরও পূজা অবশ্যই হওয়া উচিত । পুনরায় সাকারে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়, তাদেরও পূজা হয়। সেই নামই চলে আসছে। এখানে তোমরা আত্মারা সার্ভিস করছো এই শরীরের দ্বারা এইজন্য তোমাদেরও (আত্মাদের) পূজা হয়। শিববাবা বলছেন আমিও এনার দ্বারা অনেক বড় সেবা করি এই জন্য সবার আগে আমার পূজা হয়। তারপর যে আত্মাদের দ্বারা

সার্ভিস করি, সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানাই, তাদেরও পূজা অবশ্যই হওয়া উচিত। সকলের পূজা করতে থাকে। কমপক্ষে এক লক্ষ শালগ্রাম বানায়। শেঠ ব্যক্তিরা রুদ্র যজ্ঞের আয়োজন করে তখন কেউ ৫ হাজার, কেউ ১০ হাজার আবার কেউ এক লক্ষ শালগ্রাম বানায়। এটা হল পরমাত্মা এবং আত্মাদের পূজা। বাবা বোঝাচ্ছেন - তোমরা আত্মারা এই পতিত শরীর দ্বারা সেবা করছো। সবথেকে বেশী সেবা শিববাবা করছেন আবার তোমাদের দ্বারাও করাচ্ছেন, তাই তোমাদেরও পূজা হয়। বাবার সাথে সবার আগে তোমাদের মহিমা হওয়া উচিৎ। কেউই তা জানে না। না রুদ্রকে, না শালগ্রামকে জানে, যারা রাজ্য পেয়েছিল। এখন তোমরা রাজ্য প্রাপ্ত করছো। মুখ্য রূপে যে থাকে তারই পূজা হয়, তারা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের ডিনায়েস্টি গাওয়া হয়ে থাকে। তারা এই রাজ্য নিশ্চই কারো সহায়তায় প্রাপ্ত করেছিলেন। বাচ্চারা তোমাদের সহায়তায় রাজধানী স্থাপন হয়। খুবই মিষ্টি কথা। নাটশেলে (সংক্ষিপ্ত আকারে) বাবা বোঝাচ্ছেন যাতে তোমরা ধারণও করতে পারো। মুখ্য ধারণ করার কথা হলো - আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো।

আত্মারা, তোমাদের মধ্যেও কল্পবৃক্ষ আর সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আছে। নম্বর ওয়ান সবথেকে বেশী পূজ্য শিববাবা হলেন আত্মাদের বাবা, যিনি বসে তোমাদেরকে এইরকম যোগ্য বানাচ্ছেন। আত্মারা, তোমাদের পূজা হয়ে থাকে। তোমরা পূজ্য আর পূজারী কিভাবে হও, সেটা এখন বুঝে গেছো। ভারতবাসীরাই পূজ্য আর পূজারী হয়। এখন সবাই হল পূজারী, আবার পুনরায় পূজ্য হবে। সেখানে আবার কোনও পূজারী ভক্ত থাকবে না। তাদেরকে (লক্ষ্মী-নারায়ণকে) ভগবতী ভগবান, অবশ্যই ভগবানই বানিয়েছেন। তাহলে এবার বলো ভগবান নিরাকার নাকি সাকার? সাকারে উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাদেরকে এইরকম বানিয়েছেন নিরাকার, এইজন্য নিরাকারের পূজা হয়। বাচ্চারা, এইসব কথা তোমাদের বোঝানো হয়ে থাকে। সবার আগে বাবার প্রতি নিশ্চয় রাখতে হবে। স্পষ্টভাবেই তিনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা। কেউ বলে - হে ভগবান, হে পরমপিতা, তখন তাকে জিজ্ঞেস করো - এটা কে স্মরণ করছে আর কাকে করছে? একদম পয়েন্টে ধরতে হবে। তোমার কতগুলি বাবা আছে? তুমি কাকে ডাকছো? ভগবান কাকে বলে থাকো? বলবে - গড় ফাদার। তাহলে অবশ্যই দুটি ফাদার আছে। আত্মা গড় ফাদারকে স্মরণ করে। তোমার আত্মাও আছে আর শরীরও আছে। শরীরের তো লৌকিক বাবা আছে। আত্মার বাবা কে? যাঁকে বলছো পরমপিতা পরমাত্মা। এটা কে কাকে ডাকছে? সেই অসীম জগতের বাবার পরিচয় দিতে হবে। তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই বাবাও তাঁকে স্মরণ করে। ভিন্ন-ভিন্ন ভাষাতে ভিন্ন-ভিন্ন নামও রেখে দিয়েছে। কেউ গড় বলে, কেউ পরমাত্মা, আবার কেউ খুদা বলে ডাকে। সকল ধর্মের আত্মারা এক বাবাকেই স্মরণ করে। তিনি হলেন সকল আত্মার বাবা। উত্তরাধিকার বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। তোমরা আত্মারা তাঁকে আহ্বান করে থাকো। দুই বাবার পরিচয় দিতে হবে - লৌকিক বাবা আর অসীম জগতের বাবা। ভক্তি মার্গে ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে, তাই ভগবান বলছেন - আমি আসি, এসে তোমাদেরকে শান্তি-সুখ প্রদান করি। তারপর আমাকে আর কখনও স্মরণ করার দরকারই থাকবে না। তো পূজ্য-পূজারী, পাবন-পতিত ভারতবাসীই হয়। এছাড়া বাকি যেসব ধর্ম আছে, সেগুলি দ্বাপর যুগ থেকে স্থাপন হয়। তারপর বৃদ্ধি হতে হতে শেষেরদিকে সেই সকল ধর্ম তমোপ্রধান হয়ে যায়। অন্তিম কালে সমস্ত বৃক্ষই এসে যাবে। সেখানে খালি হবে তারপর তো ফিরে যাবে। তো এখন হল পতিত দুনিয়া। গাইতে থাকে পতিত-পাবন...তাহলে অবশ্যই সে হলো পতিত, তাই না। ভারত পাবন ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। শিববাবা অবশ্যই আসেন, কিন্তু কবে আসেন, কিভাবে আসেন - সেটা সবাই ভুলে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ এটা বলবে না যে আমি শরীর ধারণ করে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। এটা তো নিরাকার বাবা বলছেন, আমি এনার দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি, তাহলে তিনি এনার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা নিজেরাই গীতার ভগবান মনে করতে। বাবা বলছেন - আমি সাধারণ বাণপ্রস্থী শরীরে প্রবেশ করি। আমি তোমাদের জন্ম বৃত্তান্ত জানি। শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান, পতিত-পাবন, জ্ঞান সাগর বলতে পারো না। যদিও গীতা হাতে নেয় তথাপি এটা বলে যে পতিত-পাবন সকল সীতাদের রাম, রাধার কৃষ্ণ বলে না।

রাম অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা। ত্রেতার রাম বললে তো তার থেকে শ্রেষ্ঠ তো লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাহলে তাদের নাম কেন বলো না? কিন্তু না। এখানে কথা হল পরমাত্মার। হেভেনলি গড় ফাদার নিরাকারকেই বলা হয়। লিবারেটর, গাইড - বাবাকেই বলা হয়। যীশু খ্রিষ্ট থোড়াই কাউকে লিবারেট করবে! অন্য কারোর নাম নিতে পারবে না। বাবাই এসে দুঃখ থেকে লিবারেট করেন। তিনিই আবার গাইড-ও, বলছেন যে - আমি তোমাদেরকে রাস্তা বলে দিই। বাবা এসে তোমাদেরকে নিজের বানিয়েছেন। এটা হল তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম। শিববাবার থেকে তোমাদের শক্তি প্রাপ্ত হয়। তোমাদের হল সাইলেন্স বল (শক্তি), তাদের হল সায়েন্স বল বা শক্তি। তারা বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে, তাদের সায়েন্স অহংকারী বলা হয়, এই অহংকারের কারণেই বিনাশ হয়। সায়েন্স সুখও অনেক দেয় আবার বিনাশও করে দেয়। তোমাদের তো সেখানে এরোপ্লেন ইত্যাদি সব থাকবে। এখানকার এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তো সেখানেও থাকবে তাই না। এই

সব জিনিস তোমাদের কাজে আসবে। বিদেশে এমনও বাতি আছে, যে বাতি চোখে দেখা যাবে না, কেবল আলোর প্রকাশ দেখা যাবে। সত্যযুগেও এরকম আলোর প্রকাশ থাকবে। এখন এখানে যে বৈভব আছে, এই বৈভব সেখানেও থাকবে। তোমরা সাক্ষাৎকার করেছো। সেখানে তো অ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদির কথাই নেই। বাবা এসে তোমাদের সুখ-শান্তির মনোকামনা পূর্ণ করেন।

সাধারণ মানুষ শান্তির জন্য উদ্ভ্রান্ত হতে থাকে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে তোমাদেরকে কে অশান্ত করেছে? এটা তোমরা জানো। অশান্ত - ৫ বিকারই করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না, ভুলে গেছে। আত্মা হল শান্ত স্বরূপ। হে আত্মা, তোমরা শান্তি দেশ থেকে এসেছো, এখানে এসে অরগ্যান্স ধারণ করেছো। এখন তোমরা এই অর্গ্যান্স থেকে আলাদা হয়ে যাও, ডিটাচড্ হয়ে যাও। এতে আর কিছু প্রাণায়াম ইত্যাদি করার কথা নেই। কতোদিন গুহার মধ্যে বসবে! আত্মা বলছে আমি এই অর্গ্যান্স থেকে ডিটাচড্ হয়ে যাই কেননা আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। এখন এই শরীরকে ভুলে যাচ্ছি। এখন বাবা বলছেন তোমরা নিজেদের স্বধর্ম আর স্বদেশকে স্মরণ করো। বাস্তবে তোমরা হলে সেখানকার অধিবাসী। নিজের ঘরকে স্মরণ করো। কর্ম তো করতেই হবে। কর্ম ছাড়া থাকতে পারবে না। তারা মনে করে আমরা নিজের হাতে রান্না করিনা, এইজন্য কর্ম সন্ন্যাসী বলে থাকে। কিন্তু কর্মের সন্ন্যাস তো হতে পারে না। তাদের ধর্মই হল এইরকম। গৃহস্থীদের কাছে তাদের খেতে হয় এইজন্য পুনরায় গৃহস্থীদের কাছে জন্ম নিয়ে নিবৃত্তি মার্গে যেতে হয় কেননা ভারতকে পবিত্র বানাতে হবে। ভারতের মধ্যেই পিওরিটি ছিল। সবকিছু পিওর ছিল। এখন সব পতিত হয়ে গেছে। বাবা বসে এই রহস্য বোঝাচ্ছেন। পুনরায় বলে বাচ্চারা - আর কিছু কোরো'না, কেবল বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা আমার কাছে চলে আসবে। ড্রামা সম্পূর্ণ হবে। সতঃ, রজঃ, তমঃ অতিক্রম করে এখন সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেকে এই শরীরের ভ্রূকুটির মাঝে ঝলমল করতে থাকা মণি মনে করতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

২) নিজের স্বধর্ম আর স্বদেশকে স্মরণ করে শান্তির অনুভব করতে হবে। বুদ্ধিকে উদ্ভ্রান্ত করবে না। এই শরীর থেকে ডিটাচ্ হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ- প্রত্যেককে ভালোবাসা আর শক্তির পালনা দিয়ে ভালোবাসার ভান্ডারে ভরপুর ভব

যে বাচ্চারা সবাইকে যত বাবার ভালোবাসা বিতরণ করতে পারে ততই ভালোবাসার ভান্ডার ভরপুর হতে থাকে। যেন সবসময় বাবার থেকে ভালোবাসার বর্ষণ হচ্ছে, এইরকম অনুভব হবে। এক কদমে ভালোবাসা দাও আর বারে-বারে ভালোবাসা নাও। এইসময় সকলের ভালোবাসা আর শক্তি চাই, তো কাউকে বাবার দ্বারা ভালোবাসা দাও, কাউকে শক্তি... যার দ্বারা তার উৎসাহ - উদ্দীপনা সর্বদা বজায় থাকবে - এটাই হলো বিশেষ আত্মাদের বিশেষ সেবা।

স্লোগানঃ- যারা মায়ার চাতুর্য থেকে দূরে থাকে, তারাই হল বাবার অতিপ্রিয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;